159

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 APR 1998 ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পরিকল্পিতভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

কিভাবে ফাঁস হলো এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র? এ বছর প্রশ্নপত্র ফাঁসের নেপথ্য নায়ক কে বা কারা? একটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকারকে রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায় ফেলার জন্য চট্টগ্রামের সিতাকুণ্ড ও মীরসশরাইয়ে প্রভাবশালী একটি মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে। বিজি প্রেসের এক কর্মচারীর মাধ্যমে এই দলের কর্মীরা প্রশ্নপত্র পেয়েছে। এই কর্মচারীর বাড়ি মীরসরাই। এখন সে সপরিবারে পলাতক রয়েছে। এদিকে চট্টগ্রামের সর্বত্র ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে সয়লাব হয়ে গেছে। এসবি ও সিআইডির তদন্ত দল চট্টগ্রামে রয়েছে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। আরও নিশ্চিত হয়েছে যে ফাঁসের কেন্দ্রস্থল সীতাকুণ্ড ও মীরসরাই। মন্ত্রণালয় এখন চেষ্টা করছে এ

বিজি প্রেস কর্মচারী পলাতক ॥ মূল কেন্দ্র মীরসরাই

ঘটনার সাথে জড়িতদের পরিচয় উদঘাটন করার। এ লক্ষ্যে সোমবার থেকে চট্টগ্রামে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। স্থানীয় পত্রিকা 'কর্ণফুলী' ও 'কুমিল্লা' বার্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পুলিশ গ্রেফতার করেছে কর্ণফুলী পত্রিকার প্রকাশক ও বার্তা সম্পাদককে। পরে অবশ্য তাঁরা জামিনে মুক্তি পান। কুমিল্লা বার্তা সম্পাদক ও প্রকাশককেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, গোয়েন্দা সংস্থা প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রশ্নপত্র ফাঁসের একটি ক্লু পেয়েছে। তা হচ্ছে মিরসরাইয়ের জনৈক অধিবাসী বিজি প্রেসে চাকরি করেন। তিনি প্রশ্নপত্র

(১১ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

পরিকল্পিতভাবে প্রশ্নপত্র

(প্রথম পাতার পর)

প্যাকিংয়ের সাথে জড়িত ছিলেন। বিজি প্রেসের নিয়ম হচ্ছে, যারা প্রশ্নপত্র প্যাকিংসহ বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকেন পরীক্ষা শেষ হবার আগে তাদের ছুটি দেয়া হয় না। কিন্তু ঈদের ছুটিতে মীরসশরাইয়ের উক্ত কর্মচারীকে ছুটি দেয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে, তার মাধ্যমে মীরসরাই ও সীতাকুণ্ডে প্রশ্নপত্র ছড়িয়েছে। একটি মৌলবাদী প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল এ কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় মৌলবাদী কয়েকটি পত্রিকায় প্রশ্নপত্র ছাপা হয়েছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের নেপথ্য নায়কদের পরিচয় বের করার জন্য চট্টগ্রামে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছে। একমাত্র পরীক্ষার্থী ছাড়া যার কাছে প্রশ্নপত্র, হাতে লেখা কপি বা ফটোকপি পাওয়া যাবে তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পুলিশ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ফটোকপিয়ার দোকানগুলোর প্রতিও কড়া নজর রাখছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সত্ত্বেও আগামী পরীক্ষাগুলো অব্যাহত থাকবে। কেননা চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের অন্যত্র প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। সূত্রটি আরও জানায়, চট্টগ্রামে নতুন করে পরীক্ষা নেয়া হবে কিনা তা তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর নির্ভর করবে।

চট্টগ্রাম অফিস থেকে মোয়াজ্জেমুল হক জানান, সোমবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বাংলা দ্বিতীয় পত্রসহ সব বিষয়ের ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সাথে মূল প্রশ্নের অবিকল মিল রয়েছে। আশ্চর্যজনক হচ্ছে, প্রশ্নপত্রের সব সেটই ফাঁস হয়ে গেছে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রগুলো হাতে লেখা। এর ফটোস্ট্যাট হলেও মূল প্রশ্নের সাথে দাড়ি, কমা থেকে সবকিছুর মিল রয়েছে। বোর্ড প্রশাসন, পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে এ ঘটনায় বিস্মিত, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন। অঙ্ক, ভূগোলসহ এসএসসি পরীক্ষার অন্য সব বিষয়ের প্রশ্নপত্র বাজারে চলে এসেছে। তবে এর সত্যতা মিলছে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার দিন।

এদিকে ৫টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠানরত এসএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁসের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সরকারী মহলে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রামে স্থানীয়ভাবে পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠনের পর এ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোন ক্লু ও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সরকারী প্রায় সব গোয়েন্দা সংস্থা এনিয়ে পৃথক পৃথক তদন্ত শুরু করলেও মূল রহস্য এখনও অনুদঘাটিত রয়ে গেছে। এ অবস্থায় সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে আর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিআইডি সদস্যদের নিয়ে গঠিত ৩ সদস্যের এ কমিটি সোমবার দুপুরে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছে তাদের তদন্ত কাজ ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের স্পেশাল এসপি গোলাম কিবরিয়া ভূইয়াকে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। অন্য দুই সদস্য হলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের সিনিয়র এএসপি আজগর আলী ও সিআইডি চট্টগ্রাম জোনের এএসপি আবদুল কাদের খান। কমিটি সূত্র জানায়, স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনে আরও ২ জনকে কমিটির কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। কমিটি সোমবার রাত পর্যন্ত জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বক্তব্য গ্রহণ করেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সরকারের কঠোর মনোভাব পোষণ ও শাস্তির বিধান ঘোষণায় সোমবার চট্টগ্রামে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন নিয়ে উৎসাহীদের তৎপরতা একেবারে কমে গেছে। ফটোস্ট্যাটের দোকানসহ বিভিন্ন পয়েন্টে সরকারী তৎপরতার কারণে এক হাত ঘুরে অন্য হাতে প্রশ্নপত্র অবাধ আদান-প্রদানও থমকে গেছে। এ ঘটনা এখন চলে গেছে প্রকাশ্য থেকে অতি গোপনে।

চট্টগ্রামের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা দৈনিক কর্ণফুলীতে গত ১৮ এপ্রিল ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র পুরোটাই ছেপে দেয়া হয়। যা মূল প্রশ্নপত্রের সাথে অবিকল মিল ছিল। সরকারী উর্ধতন মহল বিষয়টি অবহিত হয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর এটিএম নুরুল হোসাইন চৌধুরী একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় পত্রিকা সম্পাদক আল মাহমুদ, প্রকাশক মহানগরী জামায়াতের নায়েবে আমীর আলহাজ আফসারউদ্দিন চৌধুরী, বার্তা সম্পাদক মামুনুর রশীদ ও রিপোর্টার আবুল হাসনাতকে আসামী করা হয়। এজাহারে বলা হয়, আসামীগণ পরীক্ষার আগে উক্ত প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দিয়ে ১৯৮০ সালের ৪২নং আইন লঙ্ঘন করেছেন। মামলার প্রেক্ষিতে নগর বিশেষ শাখার সহকারী পুলিশ কমিশনার মিয়া লুৎফুর রহমান, প্রকাশক আফসারউদ্দিন চৌধুরী ও বার্তা সম্পাদক মামুনুর রশীদকে তার দপ্তরে ডেকে আনেন এবং রাতেই কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যান। এরপর পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। সোমবার বিকালে মহানগর হাকিম মঈনুল হকের আদালত তাদের জামিনে মুক্তি দেয়। সরকার পক্ষ তাদের জামিনের বিরোধিতা করে। গ্রেফতারের এ ঘটনায় জামায়াত শিবিরের নেতা-কর্মীরা আদালত ভবন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে। জামিনে মুক্তির পর লালদীঘি চত্বরে আরেকটি সমাবেশ হয়।

প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা

একের পর এক এসএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে থাকার প্রেক্ষাপটে প্রশাসনের প্রাথমিক ধারণা হয়েছে এ ঘটনা ফেনী থেকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পর্যন্ত মাঝামাঝি স্থানেই ঘটেছে। জেলা পুলিশ প্রশাসনের উর্ধতন সূত্রসমূহ জানান, তাদের ধারণা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বিজি প্রেস থেকেই। ফেনী-সীতাকুণ্ড পর্যন্ত এলাকার বহু লোক বিজি প্রেসে কাজ করেন। পরীক্ষা শুরুর আগ পর্যন্ত যাদের অনেককে ঐ এলাকাসমূহে দেখা গেছে। কিন্তু বর্তমানে নেই। কেউ এসেছিলেন ঈদের ছুটিতে। কেউবা অন্য ছুটিতে। প্রশাসন এমন বেশ কিছু নাম সংগ্রহ করে সরকারের কাছে পেশ করেছে। আরও নাম সংগ্রহ চলছে। আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য সমাজ-বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নও ফাঁস হয়েছে। তবে তা সত্য কিনা প্রমাণ হবে মূল প্রশ্নপত্র খোলার পর। জেলা প্রশাসক একেএম হাবিব উল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন যে, তারা আশাবাদী এবং সহসা ফাঁসের ঘটনা উদঘাটিত হবে।

বাংলা দ্বিতীয় পত্রে ২৯ জেলায় বহিষ্কার ৭৮১

সোমবার অনুষ্ঠিত বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২৯ জেলায় ৭শ' ৮১ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমাদের জেলা সংবাদদাতাদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জে ৯, টাঙ্গাইলে ৫৩, ময়মনসিংহে ১৪, শেরপুরে ২৫, নেত্রকোনায় ৬৮, ফরিদপুরে ১২, গোপালগঞ্জে ১৪, শরীয়তপুরে ১১, খুলনায় ১, পটুয়াখালীতে ৩, বরিশালে ২৭, পিরোজপুরে ২, কুষ্টিয়ায় ১৭, চুয়াডাঙ্গায় ৮, মেহেরপুরে ৫, যশোরে ১, বরগুনায় ১, রাজবাড়িতে ১২, চট্টগ্রামে ২৯, কক্সবাজারে ২৪, ফরিদপুরে ১২, কুমিল্লায় ৫১, রাজশাহীতে ৬৫, দিনাজপুরে ১৯৮, কুড়িগ্রামে ৫২, গাইবান্ধায় ৫১, পঞ্চগড়ে ২৪, পাবনায় ১৯, ঠাকুরগাঁয়ে ১৮, নাটোরে ৪, নওগাঁয়ে ১৪ ও ফরিদপুরে ১২, পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

নকল সরবরাহকারীদের হামলা

ফরিদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, সদরপুর বিশ্ব জাকের মঞ্জিল মাদ্রাসার দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীরা পুলিশের উপর হামলা করে। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং দু'রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।